অমর একুশে বইমেলায় পছন্দের বই দেখছেন তরুণীরা। রোববার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুগান্তর

নতুন বইয়ের খোঁজে পাঠক

যুগান্তর প্রতিবেদন

অমর একুশে বইমেলার চতুর্থ দিনে স্টলে স্টলে পাঠকদের পছন্দের গ্রন্থের সন্ধান করতে দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ পাঠকের কৌতূহল নতুন গ্রন্থের দিকে। প্রকাশকরা জানান, আরও নতুন গ্রন্থ আনার প্রস্তুতি চলছি। অবশ্য কিছু কিছু স্টলে নতুন গ্রন্থও এসেছে। চারদিনে মেলায় ৯৬টি নতুন গ্রন্থ এসেছে। এদিকে বাংলা একাডেমি এখনো মেলার কাজ শতভাগ শেষ করতে পারেনি। রোববার বিকালে মেলা প্রাঙ্গণ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দুটি জায়গায় স্টল ও লেখক-পাঠক-প্রকাশকের বসার স্থান নির্মাণ ও মেলার পথে পথে ইট বিছানোর কাজে শ্রমিকরা ব্যস্ত সময় পার করেন।

চারদিনে এসেছে ৯৬টি গ্রন্থ

বাংলা একাডেমিতে জমা দেওয়া নতুন গ্রন্থের তালিকা অনুযায়ী, প্রথম দিনে তথ্যকেন্দ্রে কোনো গ্রন্থ জমা পড়েনি। দ্বিতীয় দিনে ১৬টি, তৃতীয় দিনে ৩৮ এবং চতুর্থ দিনে ৪২টি গ্রন্থ জমা পড়ে। চতুর্থ দিনে সাতটি বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ এসেছে। ঐতিহ্য প্রকাশনীর ব্যবস্থাপক আমজাদ হোসেন খান কাজল জানান, তাদের স্টলে বেশ কয়েকটি নতুন গ্রন্থ এসেছে। আরও কিছু বইয়ের কাজ চলছে। অবসর প্রকাশনীর ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা জানান, ইতোমধ্যে তারা ইতিহাস ও ঐতিহ্যবিষয়ক চারটি গবেষণা গ্রন্থ এনেছেন। গ্রন্থগুলো পাঠকের দৃষ্টি কাড়ছে। না কিনলেও পাঠক অন্তত গ্রন্থের পাতা উলটিয়ে দেখছেন।

বুক কর্নারের বাদল চৌধুরী জানান, লোকসংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থের খোঁজ নিচ্ছেন পাঠক।

উল্লেখযোগ্য নতুন গ্রন্থ : চারদিনে মেলায় আসা নতুন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সূচিপত্র থেকে প্রকাশিত লেখক ও সাংবাদিক মারুফ কামাল খানের 'রাজনীতির সদরে-অন্দরে', পাঠক সমাবেশ থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ 'অন্ধকার ও আলো দেখার গল্প', আগামী প্রকাশনীর বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব উল ইসলামের 'বাংলায় রায়', কথাপ্রকাশ থেকে এসেছে ইমতিয়ার শামীমের 'নতুন কবিতা'র কাল,

গল্পের বই, ছয়টি উপন্যাস, তিনটি প্রবন্ধ, ১৬টি কবিতা, দুটি গবেষণা, তিনটি শিশুতোষ, দুটি ইতিহাসভিত্তিক, একটি ভ্রমণবিষয়ক এবং অন্যসব

চৌধুরী ওসমানকে লেখা চিঠিপত্র ও প্রান্তের সাহিত্যচর্চা, জলধি থেকে কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদের 'স্বপ্নের ঘরবাড়ি ও

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

নতুন বইয়ের খোঁজে পাঠক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য গল্প', স্বপ্ন ৭১ প্রকাশনের এলিজা বিনতে এলাহীর ভ্রমণবিষয়ক 'দেশে দেশে ঐতিহ্য ভ্রমণ', শৈশবপ্রকাশে সফিক ইসলামের শিশুতোষ গ্রন্থ 'নতুন ভুবন গড়ল যাঁরা: স্মরণীয় দশ দার্শনিক' এবং ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত আসাদুল ইসলামের কবিতার 'জুলাই বিপ্লবগাথা: লেট, দেয়ার বি বুলেট' শিরোনামের গ্রন্থ।

লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজেদের গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন এবিএম সোহেল রশিদ। স্মরণ আলোচনা শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে কবিতা পাঠ করেন কবি ইউসুফ রেজা, আবৃত্তি পরিবেশন করেন ফারহানা পারভীন তৃণা। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আজগর আলীম, আবু বকর সিদ্দিক, নারায়ণ চন্দ্র শীল এবং সামীমা সুলতানা। শিল্পীদের সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন সঞ্জয় দাস (তবলা), রবিনস্ চৌধুরী (কী-বোর্ড), মো. হাসান আলী (বাঁশি), অনুপম বিশ্বাস (দোতারা)।

মেলামঞ্চে ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান স্মরণ : রোববার বিকালে বইমেলার মূলমঞ্চে 'স্মরণ : হামিদুজ্জামান খান' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রবন্ধে নাসিমুল খবির বলেন, হামিদুজ্জামান খান ভাস্কর্য নির্মাণে পরিণত-পর্বে ধাতব উপকরণের বাইরেও নানা উপকরণ ব্যবহার করে করেছেন। নির্মাণসংখ্যা, উপকরণ ও গড়নের বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনায় অভিনবত্বে তার নির্মাণ সব সময় ও ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত থাকবে। আলোচকের বক্তব্যে আইভি জামান বলেন, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান তার কর্মমুখর জীবনে সৃষ্টিশীলতার মাঝে সব সময় ডুবে থাকতেন। জীবনাবসানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শিল্পসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তার সৃষ্টিশীলতার স্মারক রেখে গেছেন। সেসব সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মনে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন। সভাপতির বক্তব্যে লালারুখ সেলিম বলেন, আমাদের দেশে ভাস্কর্য শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের প্রয়াস ছিল লক্ষণীয়। তিনি যেমন মূর্ত ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন, তেমনই বিমূর্ত শিল্প নিয়েও কাজ করেছেন। তার কাজের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

আজকের বইমেলা : আজ সোমবার মেলা শুরু হবে দুপুর ২টায় এবং চলবে হবে রাত ৯টা পর্যন্ত। বেলা ৩টায় বইমেলার মূলমঞ্চে 'সার্ধশত জন্মবর্ষ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন হামীম কামরুল হক। আলোচনায় অংশ নেবেন পারভেজ হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন সফিকুন্নবী সামাদী। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।